তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

দৈনিক
আমাদের সময়

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের গতিবিধির ওপর নজরদারির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক •

দেশের আলিয়া মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম পর্যায়ের অধ্যক্ষ ও সুপার এবং শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে শিক্ষকদের পাঠদানে মনিটরিং ও প্রয়োজন ছাড়া অধ্যক্ষ ও সুপারদের মাদ্রাসা ত্যাগ না করাসহ ২০ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদ ইস্যুতে গতকাল রোববার 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা থেকে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। সভায় প্রায় ১২ শতাধিক দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপার ও শিক্ষক প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ওই মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। জঙ্গিবাদ তৈরির কারখানা মাদ্রাসা নয়– উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেউ মাদ্রাসাকে জঙ্গি তৈরির কারখানা বলবেন না। এ কথা অযৌক্তিক। আমাদের কাছে এমন কোনো তথ্য নেই, কখনো পাইনি।

মাদ্রাসার জন্য নির্দেশনা হচ্ছে– জঙ্গিবাদ প্রতিহত করতে মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করতে হবে। শিক্ষকরা কী পাঠদান করাচ্ছেন, তার ওপর কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে। মাদ্রাসার হল বা হোস্টেলগুলোতে হল সুপাররা ছাত্রদের ঠিকমতো দেখভাল করেন কিনা বা তারা সব সময় উপস্থিত থাকেন কিনা তা তদারকি করতে হবে। জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠন করা, ফাজিল ও কামিল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ের ক্লাসের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় কো-কারিকুলামের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত জাতীয় সংগীত ও পতাকা উত্তলন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশে জঙ্গিবিরোধী কমিটি গঠন করতে হবে। প্রত্যেকটি মাদ্রাসার প্রধানকে তার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে হবে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। প্রত্যেক শিক্ষক তার নিজ শিক্ষার্থীদের চিনতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীর স্বভাব-চরিত্রে দোষত্রুটি থাকলে তা শিক্ষককেই ঠিক করতে হবে। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্নেহ-মমতা, ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা আর মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। কানো শিক্ষার্থীকে দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত কাজ করানো যাবে না। অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হবে। শিক্ষক-অভিভাবক মিলে সন্তানদের প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের মনযোগ বাড়াতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর একেএম ছায়েফ উল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) এসএম এহসান কবীর, মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বিল্লাল হোসেন, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. আহসান উল্লাহ, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেসিনের মহাসচিব সাব্বির আহমদ মোমতাজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।